তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩৯৪

**বিজেপি এই অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার**

**জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী**

 **----নাড্ডা**

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট:

ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)’র সভাপতি জেপি নাড্ডা আজ বলেছেন, তার দল এ অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে অতীতের মতো আগামীতেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।

সফররত আওয়ামী লীগের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আজ তার বাসভবনে বৈঠককালে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিজেপির দীর্ঘদিনের উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে আমরা দলীয় পর্যায়ে  যোগাযোগ জোরদার করে আমাদের এ সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।’

এ সময় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। প্রতিনিধিদলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডা. হাছান মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, অ্যারোমা দত্ত এমপি ও অধ্যাপক মেরিনা জাহান এমপি উপস্থিত ছিলেন। বাসস থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে এ সব তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জঙ্গিবাদ দমন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এবং রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে নাড্ডা বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তৎকালীন তরুণ সংসদ সদস্য ও পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ১৯৭১ সালে ভারতের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে দুই দেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিজেপি সভাপতি শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ এখন সব উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় দৃষ্টান্ত, যা দেখে আমরাও খুশি।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বাংলাদেশেই নয় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। বর্তমান সরকারের আমলে দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সমাধান হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে, যা দুই দেশের বন্ধুত্বের মাত্রাকে করেছে আরো শক্তিশালী। আমরা এ সম্পর্ক ধরে রাখতে দুই দেশের মধ্যকার সরকারের চলমান সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চাই।

বৈঠক শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্য এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বাসসকে বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে এ বৈঠক চলে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা বিজেপি সভাপতির সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিজেপির মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে দেশ দু’টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দলীয় বা সরকারি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করেছে। এই সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরো এগিয়ে যাবে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বিজেপির সভাপতির সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের আগে বিজেপির দিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাদা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও অত্যন্ত খোলামেলা আলোচনায় দুই দেশ ও দুই রাজনৈতিক দলের বন্ধুত্বের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বৈঠকে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তড়ে বলেন, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। আমাদের দুই বন্ধুপ্রতিম দল সবসময় এ সম্পর্ক অটুট রাখতে কাজ করে যাবে।

পরে সেদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয় শংকরের সঙ্গেও সফররত আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় জয় শংকর বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের সরকার প্রধান শেখ হাসিনার সরকারের আমলে দুই দেশের মধুর সম্পর্ক অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আলাদা

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ৩৯৩

**বঙ্গমাতার ত্যাগের মহিমাকে কেউ ন্পর্শ করতে পারবে না**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা আজীবন সুখে-দুঃখে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। মানুষের অধিকার আদায়ে, রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রাণিত-উজ্জীবিত করেছেন। সারাজীবন নিজের আনন্দ-সুখকে বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। সাধারণ নারীর পক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয়। বঙ্গমাতার ত্যাগের মহিমাকে কেউ ন্পর্শ করতে পারবে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ওপর নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'বঙ্গমাতা' এর প্রিমিয়ার প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ এর সভাপতিত্বে 'বঙ্গমাতা'র প্রিমিয়ার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি এমপি।

প্রধান অতিথি বলেন, আগস্ট আমাদের দিয়েছে অনেক কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সর্বস্ব। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ আগস্ট মাসেই জন্মগ্রহণ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল। এ মাসেই জন্মেছিলেন মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। কিন্তু এ মাসেই আমরা হারিয়েছি জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের ১৭জন সদস্যকে। তিনি বলেন, প্রাপ্তি ও হারানোর যোগফল রক্তাক্ত আগস্ট।

উদ্বোধক সিমিন হোসেন রিমি বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বঙ্গমাতা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারতেন। বঙ্গমাতার সুচিন্তিত পরামর্শ বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে, উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি বলেন, নারীর অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠায় বঙ্গমাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি অসাধারণের মধ্যেও ছিলেন সাধারণ। এটাই ছিলো তাঁর বিশেষত্ব। তাই বঙ্গমাতার চেতনাবোধ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, জাতির পিতার জাতির পিতা হিসাবে বেড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান মহিয়সী নারী বঙ্গমাতার। শুধু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী হিসাবে নয়, সাথি ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সেজন্য বঙ্গমাতার অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে 'ভ্রমণকন্যা-ট্রাভেলেটস অফ বাংলাদেশ' আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী 'Travel Fest and Photography Exhibition' শীর্ষক প্রদর্শনীর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

#

ফয়সল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ৩৯২

**অধিক বিনিয়োগের জন্য ভারতের ব্যবসায়ীদের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে এবং এর ফলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। আজ বিকেলে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, ঢাকা সফররত ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. রাজীব সিং (Dr. Rajeev Singh) এর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। এসময় ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অভ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিদলের সাথে আলাপকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশই বাণিজ্য ও বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে-আর এটা সম্ভব হয়েছে দু’দেশের সরকারের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের কারণে। কোভিড-১৯ মহামারীর পর চলমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার এই পরিস্থিতিতে আমাদের উভয় দেশের অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভারসাম্যপূর্ণভাবে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করার ওপর জোর দিয়ে ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে সব ধরনের বাণিজ্য বাধা, বিশেষ করে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণ জরুরি। তিনি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশের অনুকূল বিনিয়োগ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশে অধিক বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

ড. মোমেন ভারতের বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ মিরসরাই এবং মংলায় অবস্থিত দুটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে দ্রুততার সাথে শিল্প স্থাপনের ওপর জোর দেন, যাতে আরো বেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। তারা উভয় দেশের অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগেরও আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা বিমসটেক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য বিমসটেক চেম্বার অব কমার্স চালু করারও প্রস্তাব করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান চেম্বার অভ্ কমার্স দক্ষিণ এশীয় এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলটির (৬ হতে ৮ আগস্ট) ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন চেম্বার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে।

#

মোহসিন/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২১২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১

**কবি মোহাম্মদ রফিকের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

 একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য কবি মোহাম্মদ রফিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী বলেন, কবি মোহাম্মদ রফিক ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। তিনি তাঁর সৃজনশীলতা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সাহিত্যপ্রেমীদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

#

বিবেকানন্দ/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৯০

**রাষ্ট্রপতির কাছে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিসহ পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচারকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

আজ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ পেশ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন।

সাক্ষাৎকালে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, বিচার পাওয়া জনগণের অধিকার, তাই বিচারক স্বল্পতার কারণে বিচারপ্রার্থীরা যাতে ভোগান্তির শিকার না হয় সে লক্ষ্যে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া আরো গতিশীল করতে হবে। এছাড়া বিচারক নিয়োগের পাশাপাশি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিসহ সময়োপযোগী পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচারকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কমিশন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আগামীতে আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিবগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২০১২ ঘণ্টা

Handout Number: 389

**New Ambassador of South Korea calls on**

**State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam**

Dhaka, 7 August:

Newly arrived Ambassador of the Republic of Korea PARK Young-sik paid his maiden call on State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam today. State Minister Shahriar Alam warmly welcomed the Ambassador and assured him of extending all possible cooperation.

The Ambassador highly acknowledged Bangladesh's phenomenal economic growth in the last one-and-a-half decades. He further mentioned South Korea's keenness to work closely with Bangladesh.

State Minister Shahriar Alam acknowledged South Korea's contributions in the early years to our apparels industry and expressed satisfaction on the existing bilateral trade and investment between the two countries. The both sides also insisted on high level visits to boost the political ties.

#

Mohsin/Pasha/Sanjib/Abbas/2023/1954 Hours

Handout Number : 388

**BJP and Awami League will work for**

**the greater interest of the nation**

New Delhi, 7 August:

 Ruling Bharatiya Janata Party (BJP) President J P Nadda said, BJP and the oldest Bangladesh’s political party Bangladesh Awami League will work for the greatest interest of the region.

 “BJP has a historic relation with the Awami League since long and we want to carry forward our relation by strengthening party level contacts in the days to come,” he said when the visiting  five member AL delegation held a meeting with the BJP president at his residence here today.

 AL Presidium Member and Agriculture Minister Dr. Md. Abdur Razzak led the Bangladesh delegation while AL Joint-General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, Party Organising Secretary Sujit Roy Nandi, Aroma Dutta MP and Prof. Marina Jahan MP were attended.

 During the meeting they discussed wide range of issues including political stability in the region, Bangladesh’s economic development, curbing militancy and India-Bangladesh relations as well, according to meeting sources.

 Nada said India has historic as well as emotional relations with Bangladesh from the very inception of the country (Bangladesh) in 1971 through War of Independence.

 On Bangladesh-India relation, he said the relations between the two countries reached a new height during the tenure of Prime Minister Narendra Modi and his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina. In this connection, he mentioned that the long standing Bangladesh India Land Boundary and Maritime Disputes and crisis in the Indian North-Eastern states were solved during the tenure of the two premiers.

 The BJP President also mentioned with gratitude that the crisises in the India’s North-Eastern states were solved due to the pro-active initiative of the present AL government led by Prime Minister Sheikh Hasina.

 Hailing the present economic development in Bangladesh, he said Bangladesh achieved a tremendous success in the country’s socio-economic sectors in the region, which is considered as an example for other countries.

: 2 :

 As the meeting over, delegation member and Information and Broadcasting Minister Hasan Mahmood told BSS that the meeting, which was lasted for more than one and half hours was held in a “very cordial atmosphere”.

 We discussed so many issues with the BJP President, he said. Bangladesh AL and BJP have been enjoying a very good relation and we both are solving so many outstanding issues in party and even in government levels through discussion in the past, he added. He hoped that the relations will continue in the days to come.

 Before, the Bangladesh delegation held a formal meeting with BJP at the BJP headquarters here. BJP General Secretary Vinod Twade and Bangladesh delegation chief Dr. Abdur Razzak led their respective delegation.

 During the meeting, they also discussed wide range of issues including how to strengthen the party level relations further with the exchange of party delegation level visit for the betterment of the parties as well as the countries.

 Later, the Bangladesh Awami League held a formal meeting with the MEA Minister Dr. Jaishankar, the government of India and discussed various issues at Parliament House.  Dr. Abdur Razzak led the Bangladesh delegation team, ruling party of Bangladesh government.

 #

Shaban/Pasha/Sanjib/Joynul/2023/1915hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭

**স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার**

 **--- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মানবস্বাস্থ্য, প্রাণী, গবাদিপশু এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সরকার উদ্ভাবনী ও টেকসই সমাধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাণীদের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য আমাদের অবশ্যই সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কারণ তাদের টিকে থাকার ওপর মানবের টিকে থাকা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

 পরিবেশ মন্ত্রী আজ রাজধানীর পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে এমন নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে জানার জন্য সরকার এই ধরনের সেশনের আয়োজন করছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নীতি এবং কৌশল গঠনে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এখানে প্রাপ্ত ধারণা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের জাতির এবং তার বাইরের জন্য আরো টেকসই ভবিষ্যতের পথ তৈরি করবে।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাহত করে, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করে এবং বায়ু, পানি ও মাটির গুণমানকে প্রভাবিত করে দূষণের মাত্রা আরো খারাপ করে। এর ফলে, মানুষের স্বাস্থ্য এবং সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। আমাদের পরিবেশের স্বাস্থ্য সরাসরি আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এবং সাবের হোসেন চৌধুরী, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক এবং বন্দনা শাহ, ভাইস- প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটর, সিটিএফকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬

**জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে সেপ্টেম্বর থেকেই**

**এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু করা হবে**

 **--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট):

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, নারীদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর অন্যতম কারণ জরায়ুমুখ ক্যান্সার। এতে আক্রান্তের হার বিশে^ ৪র্থ সর্বোচ্চ এবং দেশে ২য় সর্বোচ্চ। জরায়ু ক্যান্সার বিশে^ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ নারী মারা যান, যার মধ্যে ৯০ ভাগই ঘটে উন্নয়নশীল দেশে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান।

 মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে প্রতি লাখ নারীর মধ্যে ১৬ জন জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ৬ হাজার ৫৮২ জন নারী বছরে মারা যান। জরায়ুমুখ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী শেষ পর্যায়ে শনাক্ত হন বলে মৃত্যুসংখ্যা বেশি হয়। তবে WHOSAGE এর সর্বশেষ সুপারিশ অনুযায়ী দেশের National Immunization Technical Advisory Group of Experts (NTG) এর সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ ডোজ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকা প্রদান করলে এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এজন্য দেশের ১০-১৪ বছর বয়সী মেয়েদের এই এইচপিভি টিকা দেয়া আগামী সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হবে। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে সাড়ে ২৩ লাখ ভ্যাকসিন আছে। এগুলো স্কুল পর্যায়ে থেকে দেয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকায়, ২য় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, বরিশালে দেয়া হবে। এরপর সারা দেশে দেয়া হবে। আগামী নভেম্বর মাসে আরো ২০ লাখ ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে এবং ২০২৪ সালে আরো ৪২ লাখ ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে।

 সংবাদ সম্মেলনে কলেরা টিকা প্রদান প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কলেরা রোগের ভ্যাকসিন প্রথম পর্যায়ে ১২ লাখ ডোজ, পরবর্তী পর্যায়ে ২৪ লাখ লোককে ২ ডোজ করে ৪৮ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।

 ডেঙ্গু প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু পরিস্থিতি বাড়তে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে দেশে ৪৫ হাজার জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, অথচ এই সংখ্যা গত ২০২২ সালে জুলাই মাসে ছিল মাত্র ১৫০০ জন। এ বছর এ পর্যন্ত ৩১৩ জন মানুষ ডেঙ্গুতে মারা গেছে। আক্রান্তও বাড়ছে। আমরা ঢাকায় ৩ হাজার টি ডেঙ্গু বেড প্রস্তুত রেখেছিলাম। তার মধ্যে প্রায় ২ হাজার ১০০ রোগী ভর্তি হয়ে গেছে। প্রায় ৮০০ বেড খালি থাকলেও ঠিকভাবে মশা কমানো না গেলে ভবিষ্যতে আমাদেরকে আরো বেড প্রস্তুত রাখতে হবে।

 সম্মেলনে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ টিটো মিঞা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৮৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৭০ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৫৯১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৭৮৮ জন।

#

সুলতানা/পাশা/রেজাউল/২০২৩/১৭২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৪

**দিল্লিতে বিজেপি প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির সাথে আওয়ামী প্রতিনিধি দলের বৈঠক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

ভারত সফররত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সে দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রেসিডেন্ট জগত প্রকাশ নাড্ডা (Jagat Prakssh Nadda) এবং জেনারেল সেক্রেটারি বিনোদ তড়ের (Vinod Tawde) সাথে পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়েছে।

আজ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য মেরিনা জাহান কবিতা ও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য আরমা দত্ত বিজেপি প্রেসিডেন্ট জে পি নাড্ডার বাসভবনে তার সাথে বৈঠক করেন।

বিজেপির আমন্ত্রণে সফররত দলের নেতৃবৃন্দ এর পর বিজেপির সদর দপ্তরে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বিনোদ তড়ের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকদ্বয়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক নানা বিষয়ের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা, জঙ্গিবাদ দমন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিশেষ গুরুত্বসহ আলোচিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৬৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৩

বঙ্গমাতা ৯৩তম জন্মবার্ষিকী, অস্বচ্ছল নারীরা পাচ্ছেন অর্থ সহায়তা ও সেলাই মেশিন

**জাতীয় নারী ফুটবল দল ও চার নারী পাচ্ছেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা পদক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী, সহকর্মী, সহযোদ্ধা এবং জীবনের চালিকা শক্তি। তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন ও প্রেরণা দিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, বঙ্গমাতার অবদানকে চিরস্মরণীয় করার লক্ষ্যে প্রতি বছর আটটি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বোচ্চ ৫ জনকে জাতীয় পদক ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব’ পদক প্রদান করা হয়। এবছর রাজনীতিতে ১ জন; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ২ জন এবং গবেষণায় ১ জন মোট চার জন বিশিষ্ট নারী ও বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২৩’ প্রদান করা হবে। ‘রাজনীতি’ ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন (মরণোত্তর), শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অণিমা মুক্তি গমেজ ও মোছা: নাছিমা জামান ববি, গবেষণায় ড. সেঁজুতি সাহা এবং বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২৩’ এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন’ ও ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক’ প্রদানের বিস্তারিত গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী এসময় সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল সকাল ১০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন’ ও ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পদক বিতরণ এবং আর্থিক অনুদান ও সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা নিজেকে শুধু স্বামী, সন্তান, সংসার ও আত্বীয়-স্বজনের প্রতি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বক্ষণের সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে নিভৃতে কাজ করে গেছেন। এমন মন্তব্য করে ইন্দিরা বলেন, মহান স্বাধীনতা অর্জনে এ মহীয়সী নারীর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে রেখে গেছেন অনন্য ভূমিকা। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে নারীদের কর্মসংস্থানসহ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের প্রকৃত পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব নিজ জীবনের কঠিন দুঃসময়েও অসহায় মানুষের আর্থিক সহায়তা করেছেন এবং তাদের পাশে দাড়িয়ে সাহস যুগিয়েছেন। বঙ্গমাতার এই মহানুভবতাকে স্মরণ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গমাতার জন্মদিনে অস্বচ্ছল নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন ও আর্থিক অনুদান প্রদান করে আসছে। এবারও সারাদেশে অস্বচ্ছল ও অসহায় নারীদের প্রায় পাঁচ হাজার সেলাই মেশিন এবং ষাট লাখ টাকা প্রদান করা হবে।

সংবাদ সম্মেলন প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা, প্রেরণায় বঙ্গমাতা’ (Bangamata’s Inspiration, Revolution and Liberation)। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান, প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়াসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২

**বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী। বঙ্গমাতার ৯৩তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা প্রেরণায় বঙ্গমাতা’- এই প্রতিপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে এবারে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসের সঠিক প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন সহজ-সরল নিরহংকার। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্যেও বঙ্গমাতার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই কারাগারে বন্দি থাকতেন। সেই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে ‘বঙ্গমাতা’ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

জাতির পিতার সঙ্গে বঙ্গমাতাও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন, যা জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি আশা করি, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে এবং বঙ্গবন্ধুর নেপথ্যের সহচর হিসেবে তাঁর সংগ্রামী জীবন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।

আমি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮১

**কবি মোহাম্মদ রফিকের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য কবি মোহাম্মদ রফিক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, কবি মোহাম্মদ রফিক ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে কবিতা ও কবিতার ভাষার মাধ্যমে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে কাব্যিক রসদ জুগিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। তাঁর সৃজনশীলতা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সাহিত্যপ্রেমীদের মাঝে তিনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন।

#

ফয়সল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮০

**বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ শ্রাবণ (৭ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২৩ পদকপ্রাপ্তদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানের এবারের প্রতিপাদ্য ‘সংগ্রাম-স্বাধীনতা, প্রেরণায় বঙ্গমাতা’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি ৷

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র, শান্ত ও ধৈর্য্যের প্রতিমূর্তি। বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও অসীম সাহস নিয়ে আমৃত্যু স্বামীর পাশে থেকে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে তিনি দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের নেপথ্যের কারিগর হিসেবে প্রতিটি পদক্ষেপে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সেই কঠিন দিনগুলোতে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও অবিচল। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত অলিখিত এ ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী অবস্থায় পাকিস্তানে কারাবন্দী স্বামীর জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতাই তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নারী, আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা ৷

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী হয়েও বঙ্গমাতা সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। নির্লোভ, পরোপকারী ও নিরহংকার মুজিবপত্নীর মাঝে বাঙালি মায়ের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনো তাঁকে প্রভাবিত করেনি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে নিজ জীবনে লালন ও ধারণ করে সন্তানদেরকেও তিনি একই আদর্শে গড়ে তোলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একই শিক্ষা, আদর্শ ও চেতনাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশকে আজ সুখী-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। জাতির ইতিহাসে যা এক কলঙ্কজনক অধ্যায়৷ বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া নীতি ও আদর্শ আমাদেরকে ভবিষ্যৎ চলার পথে শক্তি ও সাহস যোগাবে। তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে নারী সমাজ তাঁর দেখানো পথ বেয়ে এগিয়ে যাবে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ